আদাবু ত্বলিবুল ইলম ১০ দারস

আজকের আলোচনার বিষয়

(১) সমালোচনা এবং সংশোধনের আদব।
(২) সালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের ইহতিমাম।

(১) সমালোচনা ও সংশোধনের তরিকা/ আদবঃ

এই বিষয়টা শুধু একজন তলিবুল ইলমের জন্যই নয় বরং যেকোনো সাধারণ মানুষ এবং আলেম সবার জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই আলোচনা। কারণ, বিশেষ করে বর্তমানে যখন অনলাইন দুনিয়া এতোটা ওপেন হয়ে গেছে এবং অনলাইনে আজকাল সমালোচনা করাটাকেই সংশোধনের তরিকা মনে করা হচ্ছে তখন কিন্তু এই সমালোচনা বা সংশোধন এর সঠিক তরিকা এবং সঠিক মানহায় জানা ও মানা জরুরী। বর্তমানে এই সঠিক তরিকা না জানার দরুন আমরা যারা সংশোধন করতে যাচ্ছি তখন আমরা খালেস নিয়তে এগোলেও ফলাফলটা হিতে বিপরীত হচ্ছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষকে সংশোধন করতে যাওয়া হয় , দেখা যায় সেই কাজটা আরও বেশি করে করছে এবং ইখলাসের সাথে আমরাই একটা ভুল কাজ করছি। এজন্য সমালোচনা ও সংশোধনের তরিকা জানাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। কেননা সমালোচক ও সমালোচিত উভয়ই আজকে সীমা লঙ্ঘনকারী।

মানুষকে সংশোধনের ক্ষেত্রে যে মূলনীতি বা আদব গুলো অনুসরণ করতে হবে, তা হলো নিম্নরূপঃ
ভরা মজলিস বা প্রকাশ্য কোনো সমাবেশে বা একদল মানুষের মধ্যে কখনও কারো ত্রুটি ধরা যাবে না। এজন্য অনলাইনে পাবলিক পোস্ট বা অফলাইনে লোক সমাগমে আমরা কারো ভুল ধরবো না। কেননা, এভাবে ভুল ধরলে দুইটা ঘটনা ঘটবে -
(i) সে মানসিকভাবে কষ্ট পাবে,
(i i) তার মধ্যে জিদ পয়দা হবে, সংশোধনের বদলে তর্কের নিয়তে চলে যাবে।

এতে তার ইসলাহ বা সংশোধনের নিয়ত থেকে নিয়তটা হয়ে যাবে তর্ক করা, তর্কে জেতা। কেননা, মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষ দশজনের সামনে হারতে পছন্দ করে না বা ছোট হতে পছন্দ করে না। এজন্য প্রকাশ্যভাবে/ ভরা মজলিসে / জনসম্মুখে / পাবলিক পোস্টের দ্বারা কখনই মানুষের ত্রুটি ধরা বা সংশোধনের চেষ্টা করা যাবে না।

যে ব্যক্তি প্রকাশ্য মজলিসে কারো ভুল সংশোধনের চেষ্টা করে তখন তার যে ক্ষতি হয় , তা হলো- সেই ব্যক্তির অন্তরের মধ্যে আত্ম-অহংকার/ আত্ম-গর্ব সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে।

(খ) ব্যক্তিগত ভাবে যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন কিভাবে কথাটা শুরু করবো "আল্লাহ-র রসূল বলেছেন, "মুমিন মুমিনের আয়না "। তাই একজন ভুল করলে অন্যজন তার আয়না স্বরূপ তাকে দেখিয়ে দিবো। তাই আমার আপনার একটা বিষয় নজরে আসছে , আমার মনে হচ্ছে বিষয়টা আপনাকে জানানো দরকার। আপনি অনুমতি দিলে আমি বিষয়টা আপনাকে জানাতে চাই "। এরপর তার কাছে বিষয়টা উপস্থাপন করা। আর এতে করে তার বিনয় এবং আদব দেখে সেই মানুষটা বুঝতে পারবে যে এই মানুষটা তার ভালো চায় , অন্যথায় সে তাকে নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিত , তার কৃতকর্ম প্রচার করতো।

(গ) যাকে সংশোধন করবো, তাকে আমরা অপরাধী মনে করবো না। বরং তাকে আমরা রোগী বা বিপদগ্রস্ত মনে করবো। যখন একজন মানুষকে অপরাধী মনে করে সংশোধনের চেষ্টা করবো আবার একজন মানুষকে যখন বিপদগ্রস্ত মনে করে সংশোধনের চেষ্টা করবো তখন অবশ্যই আমাদের প্রচেষ্টার, আমাদের কর্ম, আমাদের ভাষা সবকিছুই ভিন্ন রকম হবে।

কেননা একজন মানুষকে যখন অপরাধী মনে করে সংশোধনের চেষ্টা করা হয়, তখন আমাদের কণ্ঠের মধ্যে রুক্ষতা, তার উপরে জোরের বল প্রয়োগ করে তাকে ফিরিয়ে আনার নিয়ত থাকে। কিন্তু যখন তাকে বিপদগ্রস্ত মনে করা হবে , তখন তার প্রতি একটা দরদ , তার প্রতি একটা ভালোবাসা, সবর, তার কথা শোনা এবং সহনশীলতা এই জিনিসগুলো আমার দাওয়াতের মধ্যে আসবে। তাকে ব্যক্তিগতভাবে নির্দিষ্ট করে বুঝাবো। এভাবে কোনো মানুষকে বুঝালে তার মান সম্মানের কোনো ক্ষতি হবে না এবং সে নিজেকে সংশোধন করার জন্য উৎসাহ পাবে।

কখন সংশোধন করতে যাবো-

বৈধ কোনো ইখতিলাফ হলে মানুষকে সংশোধন করতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই , বরং যদি এমন হয় যে সেই মানুষটি ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাচ্ছে , কাদিয়ানী আক্বীদার দিকে চলে যাচ্ছে, হাদিস অস্বীকারকারীদের দিকে চলে যাচ্ছে, তার মধ্যে শিয়া আক্বীদা প্রভাব বিস্তার করছে, সে ইসলাম নাম ধারণ করে সেক্যুলারিজমকে তার ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করছে , মুসলিম হলেও ইসলামের বিভিন্ন বিধি বিধান সম্পর্কে অপপ্রচার চালাচ্ছে তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা তাকে সংশোধন প্রচেষ্টা করবো। তাকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝানোর পরও যদি সে না বুঝে এবং গায়ের জোরে অস্বীকার করতেই থাকে তখন আমরা পাবলিকলি অন্য মানুষদের এই বিষয়ে সচেতন করবো যাতে তার দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে ভুল ধারণা না জন্মে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সমালোচনা করবো না বরং তার মতবাদ সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করবো। তবে সর্ববস্থায় সম্মান ও আদবের সাথে চেষ্টা করতে হবে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করা।

কিন্তু কেউ রফউল ইয়াদাইন করার পক্ষে জোরালোভাবে কথা বলছে বা রফউল ইয়াদাইন না করার পক্ষে জোরালোভাবে কথা বলছে তখন তাকে সংশোধন করা আমাদের জন্য জরুরী মনে করা একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। বৈধ ইখতিলাফের ক্ষেত্রে তাই আমরা কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করবো না। তবে এই বিষয় তাকে সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করার দাওয়াত দেওয়া উচিত। মতভেদপূর্ণ মাসয়ালায় অন্তর প্রসারিত করা একজন তলিবুল ইলমের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অন্যথা এই ইলম তাকে খুব বেশি ফায়দা দিতে পারবে না।

(২) সালাত এবং কুরআন তেলাওয়াতের ইহতিমাম করাঃ

(ক) আযানের ইহতেমামঃ

একজন তলিবুল ইলমের সালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের ইহতিমাম করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা যে বরকত হাসিল হয়, তা আমাদের ইলম তলব করার বাহ্যিক কষ্টকে অনেক কমিয়ে ফেলতে পারে। এখন আযান শুরু হওয়ার পরও যদি আমি পড়াশুনা বা কাজ করতেই থাকি এটা শয়তানের নেক সুরতে ধোঁকা। আমি পড়তেই থাকলাম অথচ অন্যদিকে নামাজ শুরু হয়ে গেল কিন্তু আমি আক্বীদা, ফিক্বহ নিয়ে ব্যস্ত।

আবার ইমাম সাহেব 'আল্লাহু আকবার' বলার সাথে সাথে মসজিদে দৌড়ে গেলাম এবং সালাম ফিরানের সাথে সাথে দৌড় মারলাম মসজিদ থেকে , এতে করে সর্বোচ্চ দশ মিনিট সময় আমি বাঁচালাম কিন্তু এতে করে হতে পারে আমার দশ ঘন্টা সময়ের বরকত কমে গেল। যে পড়া বা কাজ এক ঘন্টায় হয়ে যেত সেই পড়া আমার দশ ঘন্টাতেও হচ্ছে না। কারণ হচ্ছে নামাজ এবং কুরআন তেলাওয়াত যত্নের সাথে এদের হক্ব আদায় করলে , আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ 'লা অন্তরের মধ্যে একটা নূর সৃষ্টি করে দেন এবং তার যাবতীয় কাজে বরকত দান করেন যা শুধু মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। যা কোনো মানুষ দিতে পারে না।

আবার অনেক সময় আগে মসজিদে পৌঁছালে আমরা নামাজের জন্য অপেক্ষা করার সময়টা বেহুদা পার করবো না, অপ্রয়োজনীয় আলাপ করব না।
হাদিসে এসেছে, **"বান্দা যখন নামাজের জন্য অপেক্ষমাণ থাকে তখন সে নামাজের মধ্যেই থাকে।**
এজন্য যখন নামাজের জন্য অপেক্ষা করবো তখন আমরা কুরআন তেলাওয়াত করবো , কুরআন তেলাওয়াত না করা গেলে আমরা ধীর স্থির ভাবে বসে থাকবো এবং সালাতের কথা চিন্তা করবো। আমাদের বিক্ষিপ্ত মনটাকে গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবো। যাতে সালাতে আমাদের মনোযোগ রাখাটা সহজ হয়।
হাদিসে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, **"যখন আযান হতো, তখন আল্লাহর রসূল সাঃ আমাকেও চিনতেন না।"**
আরেকটি হাদিসে এসেছে , **"আল্লাহর রসূল (সঃ) সবচাইতে বেশি ভালোবাসতেন আয়েশা (রাঃ) কে।"**

এই সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকেও আল্লহ 'র রসূল আযান হয়ে গেলে চিনতেই পারতো না , তার মধ্যে এক রকমের ব্যাকুলতা তৈরি হতো। রসূল (সঃ) এর প্রস্তুতি শুরু হতো আযান দেয়ার সময় থেকে। অথচ আমাদের প্রস্তুতি শুরু হয় অনেক পরে এমনকি আমরা অনেক সময় আযানের জবাবটাও দেইনা। কিন্তু **সালাতের প্রস্তুতি শুরু হওয়া উচিত আযানের জবাব দেয়ার মাধ্যমেই।**

আযানের জবাব দেয়ার পর আযানের দু'আ পড়ে নিবো এবং চেষ্টা করব আযানের পর অন্যান্য কাজ থেকে ফারেগ হয়ে যাওয়া। এরপর মসজিদে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ের দু 'আ পড়ে নেওয়া। এরপর মসজিদে যাওয়ার দু 'আ পড়া, মসজিদে ঢোকার দু'আ পড়া এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বের হওয়ার দু 'আ পড়া এবং বাসায় ফেরার সময় দু'আ পড়ে নেয়া। আবার বাসায় আসার পর বাসায় ঢোকার দু 'আ পড়ে ঢোকা। মানে প্রতিটা স্টেপে এই সকল দু'আ এবং সুন্নাহ আদায় করা যা আমাদের রসূল (সঃ) শিখিয়েছেন।

সালাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মেসওয়াক করা। আল্লহ 'র রসূল (সঃ) বলেছেন , **"উম্মতের জন্য যদি কষ্ট না হতো তবে প্রতি ওয়াক্তের জন্য মেসওয়াক করার নির্দেশ তিনি দিতেন**

সুতরাং, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার সামনে দাড়ানো বা তার কিতাব কুরআন তেলাওয়াত করার পূর্বে মুখ পরিষ্কার করে নেয়া উচিত।

(খ) ওযুর ইহতিমামঃ

আযানের পর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- ওযু। অনেক সময় ওযুর কোয়ালিটির উপরে আমাদের নামাজের কোয়ালিটি নির্ভর করে। ওযু করার সময় চারিদিকে পানি ছিটিয়ে কোনো ভাবে হাত পা ধুয়ে বিশেষ করে পাবলিক ওযু খানাতে মসজিদে বা বাজারে নিজে ওযু করার সময় নিজের শরীর তো ভেজায়ই সাথে আরও তিন চারজনকে ভিজিয়ে দেয়!

এটা অনুচিত। ওযু মানে পানির অপচয় না , বরং যত অল্প সংখ্যক পানি দিয়ে ওযু করা যায় তত ভালো, যাতে অপচয় না হয় কোনো ভাবে। আবার বিষয়টা এমন নয় যে এতো অল্প সংখ্যক পানি ব্যবহার করা হলো যাতে অঙ্গগুলি শুকনো থেকে গেল। মানে ওযুর হক্ব আদায় করতে হবে , যতোটা অপচয়বিহীনভাবে সম্ভব। সাহাবীরা রসূল (সঃ) কে বলছেন, **"ইয়া রসূলুল্লাহ প্রবহমান পানিতেও কি অপচয় আছে?"** আল্লাহর রাসূল বলেছেন, **"হ্যাঁ, প্রবাহমান পানিতেও অপচয় আছে।"**

এ সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিম (রহ.) খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন , **"একজন মানুষের দ্বীনের বুঝ দেখতে চাইলে দেখো সে কতোটুকু পানি ব্যবহার করে ওযুর মধ্যে"।**

হাদিসে এসেছে, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে , **"কষ্টের সময় পরিপূর্ণ ভাবে ওযু করা।"** এখানে কষ্টের সময় বলতে বুঝানো হয়েছে শীতের সময়কে , প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে ওযু

করা মানে ওযুর অঙ্গগুলি তিনবার ধুয়ে ধীরে ধীরে ওযু করা। এটা হলো আল্লাহ-র কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল।

(গ) সালাতের ইহতিমামঃ

সালাতের মধ্যে তেলাওয়াতের ইহতিমাম করা। প্রতিটা অর্থ জেনে পড়া , সালাতের পর কিছুক্ষণ জিকির আজকার করা। তিন কুল পাঠ করা , তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবির পাঠ করা। সালাতের সময় মনোযোগ ধরে রাখার চেষ্টা করা , অন্য দিকে মনোযোগ চলে গেলে সেটাকে ঘুরিয়ে সালাতের দিকে নিয়ে আসা। এর অন্যতম একটা কারণ হলো- নামাজের মধ্যে আমাদের চোখ স্থির থাকে না।

(ঘ) কুরআন তেলাওয়াতের ইহতিমামঃ

(১) নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা,

(২) কুরআনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করা , কুরআন তেলাওয়াত ও অর্থ বোঝার জন্য আলাদা সময় নির্ধারণ করা।

(৩) কুরআনকে নিজের জীবনে আমলের মধ্যে নিয়ে আসা।

(৪) কুরআন তেলাওয়াতের সময় আদব রক্ষা করা , যেমনঃ কুরআনকে উঁচু স্থানে রেখে পড়া , তেলাওয়াতের সময় ঘন ঘন না ওঠা , হাসি তামাশা না করা , কথা না বলা , একনিষ্ঠ ভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা।